দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ ... 26 JAN 2017
পৃষ্ঠা ১ ২ ৪

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর তহবিল

বেতনের ৬ শতাংশ অর্থ জমা দিতে হবে

এম এইচ রবিন ●

বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসরভাতার জন্য প্রতি মাসে ৬ শতাংশ অর্থ তহবিলে জমা দেওয়ার বিধান রেখে আইন সংশোধন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। বিদ্যমান আইনে শিক্ষক-কর্মচারীদের কাছ থেকে নেওয়া হয় ৪ শতাংশ অর্থ। নতুন সিদ্ধান্ত কার্যকরে শিগগির প্রজ্ঞাপন জারি করবে মন্ত্রণালয়।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শিক্ষক ও কর্মচারী অবসর সুবিধা বোর্ডের তথ্যানুযায়ী, এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের প্রতি মাসে বেতন থেকে ৪ শতাংশ টাকা কেটে রাখা হয়। ওই টাকা দিয়ে তাদের অবসরসুবিধা দেওয়া হয়। পূর্ণ মেয়াদ চাকরি শেষে একজন সহকারী অধ্যাপক ১৬ লাখ, প্রধান শিক্ষক ১২ লাখ এবং সহকারী শিক্ষক ৬ লাখ টাকা অবসর সুবিধা পান। ২০০৯ সালের জাতীয় বেতন স্কেল অনুযায়ী চাঁদা বাবদ প্রতি মাসে ১৮ কোটি টাকা আয় হয়। অবসর সুবিধা প্রদানের জন্য দরকার হয় ৩৬ কোটি টাকা। ঘাটতি থাকে প্রতি মাসে ১৮ কোটি টাকা। ২০১৫ সালে নতুন বেতন স্কেল ঘোষণার পর ঘাটতি আরও বেড়ে যায়। শিক্ষকদের কাছ থেকে আদায় হয় ৩৫ কোটি টাকা। খরচ হয় ৭০ কোটি টাকা। এ হিসাবে ঘাটতি থাকে ৩৫ কোটি টাকা। গত ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩৮ হাজার শিক্ষক কর্মচারীর আবেদন জমা পড়েছে। এর জন্য প্রয়োজন ১ হাজার ৯শ কোটি টাকা। এই অর্থ সংকট কাটাতে অবসর ভাতার জমার পরিমাণ ৬ শতাংশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আমাদের সময়কে জানিয়েছেন, এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের দুর্ভোগ লাঘবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ বরাদ্দের অর্থ ছাড়ের শর্ত পূরণের জন্য এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

শিক্ষক-কর্মচারীদের অবসর সুবিধা প্রদানে ২৬শ কোটি টাকার ঘাটতি মেটাতে শিক্ষক-কর্মচারীদের চাঁদার হার ৬ শতাংশ (কল্যাণ-২, অবসরে-৪) থেকে বাড়িয়ে ১০ শতাংশ (কল্যাণ-৪, অবসরে-৬) করা এরপর পৃষ্ঠা ২, কলাম ৬

বেতনের ৬ শতাংশ অর্থ

(শেষ পৃষ্ঠার পর) হবে। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের কাছ থেকেও চাঁদা আদায় করার বিষয়ে চিন্তা করছে সংশ্লিষ্টরা।

প্রজ্ঞাপনের খসড়ায় উল্লেখ করা হয়, বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীদের মাসিক বেতন ভাতার সরকারি অংশ প্রদানকালে তাদের বেতনের ৬ শতাংশ হারে অর্থ অবসর সুবিধা চাঁদা হিসাবে কেটে রাখা হবে। এই অর্থ অবসর বোর্ডের তহবিলে জমা হবে। এ ছাড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সময় সময় নির্ধারিত হারে চাঁদা আদায় করা যেতে পারে। চাঁদা আদায়ের হার প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা নির্ধারণ করা হবে।

সূত্র মতে, অবসর সুবিধা বোর্ডের জন্য চলতি অর্থবছরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এক শত কোটি টাকা অনুদান এবং ৫ শত কোটি টাকা সিড মানি প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয় সরকার। তবে অর্থ বিভাগ থেকে অনুদান প্রাপ্তির জন্য শর্তজুড়ে দেওয়া হয়। অর্থ পেতে অবসর সুবিধা বাবদ শিক্ষক-কর্মচারীদের চাঁদার হার ৪ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৬ শতাংশ করতে বলা হয়। এর আগে অর্থ সংকট মেটাতে অবসর বোর্ডের ৯ম সভায় ৪ শতাংশের পরিবর্তে ৬ শতাংশ চাঁদা আদায়ের সিদ্ধান্ত হয়। অর্থ পেতে হলে ওই সিদ্ধান্ত আগে কার্যকর করার জন্য গত বছরের ১২ এপ্রিল অর্থ বিভাগ থেকে অবসর সুবিধা বোর্ডকে জানিয়ে দেওয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব এবং কল্যাণ ও অবসর বোর্ডের চেয়ারম্যান মো. সোহরাব হোসেন জানান, বেসরকারি শিক্ষকদের অবসর তহবিলের আর্থিক সংকট নিরসনে শিক্ষক-কর্মচারীদের মাসিক জমা ২ শতাংশ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। অবসর সুবিধা বোর্ড আইন সংশোধন করে ভেটিংয়ের জন্য আইন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। ভেটিং শেষে দ্রুত প্রজ্ঞাপন জারি করা হবে।

কল্যাণ ট্রাস্টের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ শাহজাহান আলম সাজু বলেন, ১৮ জানুয়ারি ১১ হাজার শিক্ষক-কর্মচারীকে ১৭০ কোটি টাকার চেক বিতরণ করা হয়েছে। বর্তমানে আরও ২০ হাজার আবেদন জমা আছে। নতুন বেতন স্কেল অনুযায়ী এসব আবেদন নিষ্পত্তি করতে ৬ শত কোটি টাকা দরকার। নতুন বেতন স্কেল অনুযায়ী প্রতি মাসে ২ শতাংশ হারে অর্থ কেটে রাখা হয় ৩৪ কোটি টাকা। নতুন স্কেল অনুযায়ী কল্যাণ ট্রাস্টের টাকা দরকার ৬৮ কোটি টাকা। ঘাটতি আছে ৩৪ কোটি টাকা। তিনি আরও বলেন, চলতি অর্থবছরে ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ পেয়েছি। এই টাকা বরাদ্দের সময় অর্থ মন্ত্রণালয় শিক্ষকদের বেতন দ্বিগুণ হওয়ায় চাঁদার হার দ্বিগুণ করার শর্ত জুড়ে দিয়েছে। আমাদের বোর্ড সভায় চাঁদা দ্বিগুণ কার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দায়িত্ব মন্ত্রণালয়ের।

এ ব্যাপারে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, কল্যাণ ট্রাস্টের চাঁদার হার ২ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৪ শতাংশ করার নীতিগত সিদ্ধান্ত হয়েছে। আইনি জটিলতার কারণে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে।

প্রসঙ্গত; বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীরা অবসরের দীর্ঘদিন পরও অবসর ভাতা পাচ্ছেন না। এদের মধ্যে অনেকেই আছেন ৪ বছর ধরে নিজেদের জমানো টাকা পেতে অফিসে অফিসে ঘুরছেন। সারাজীবন শিক্ষকতা করে নিজের জমানো টাকা তুলতে গিয়ে নানাভাবে হয়রানি, বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছেন। শিক্ষক-কর্মচারীরা জটিল ব্যাধিতে আক্রান্ত হলেও টাকার অভাবে চিকিৎসা নিতে পারছেন না। টাকার অভাবে অধিকাংশেরই শেষজীবন কাটছে নিদারুণ কষ্টে। অবসরের টাকা হাতে না পেয়ে অনেকেই মারা গেছেন।